ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 26 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৮২ ● কলকাতা ● ২১ আষাঢ়, ১৪৩২ ● রবিবার ● ০৬ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বেশ কয়েকটি শর্তে সোমবার থেকে আবার পুনরায় খুলছে কসবা ল কলেজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা :- কলেজ ইউনিয়ন রুম বন্ধ রেখে সোমবার থেকে খুলছে কসবা ল কলেজ। পরিস্থিতি খুব একটা স্বাভাবিক না হলেও পঠন-পাঠন চালু করা হবে। গত বুধবার থেকে কলেজ বন্ধ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কারণ সেমিস্টার পরীক্ষা থেকে পঠন পাঠন কার্যত শিকেয় উঠেছিল। পরের দিন বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দেয়, কলেজ

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

তৃণমূলের শহীদ দিবসের আগে রাজ্যে সভা করতে আসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

আগামী ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবস পালন হবে ধর্মতলায়। তার তিন দিন আগে প্রধানমন্ত্রীর এই সভা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনীতির কারবারিরা।

আর কয়েকমাস পরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্য বিজেপির সভাপতি নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ছাব্বিশের নির্বাচনে কার নেতৃত্বে বঙ্গ বিজেপি ভোটযুদ্ধে নামবে, বেশ কিছুদিন ধরেই তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। সেই জল্পনার অবসান ঘটেছে। সুকান্তের জায়গায় রাজ্য বিজেপির সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন শমীক। আর দায়িত্ব পেয়েই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, দলের পুরনো ও নতুন নেতা-কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কোনও জায়গা নেই।

বঙ্গ বিজেপির ব্যাটন হাতে নিয়েই শমীক বলছেন, ছাব্বিশের নির্বাচনে মানুষ তৃণমূলকে ক্ষমতা থেকে সরাবে। একুশের নির্বাচনে সম্ভব না হলেও এবার রাজ্যে

এরপর ৩ পাতায়

বিজ্ঞাপন

টু ইয়াম! অনন্যা পান্ডেকে 'কে-বোম্ব' এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ঘোষণা করল, চালু করল কিউআর-কোড নির্ভর নুডল ক্যাম্পেইন যা ছড়াচ্ছে প্রবল আলোড়ন

জাতীয়, 4 জুলাই, ২০২৫

গত বছর ইনস্ট্যান্ট নুডল বিভাগে 'কে-বোম্ব' ব্র্যান্ডের মাধ্যমে প্রবেশ করে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে দিয়েছিল 'টু ইয়াম!' এবার প্রিমিয়াম নুডল সেগমেন্টে নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করতে, তরুণ প্রজন্মের আইকন আনন্যা পান্ডেকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ঘোষণা করে টু ইয়াম!

টু ইয়াম!-এর, চিফ মার্কেটিং অফিসার,যোগেশ তিওয়ারি, জানান, "আনন্যার উদ্দীপ্ত উপস্থিতি ও তরুণদের সঙ্গে তাঁর সহজ সংযোগ 'টু ইয়াম! কে-বোম্ব'-এর রঙিন, মজাদার ও স্বাদনির্ভর ভাবনার সঙ্গে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ।তাঁর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা তাঁকে করে তুলেছে বর্তমান প্রজন্মের সচেতন ভোক্তাদের কাছে ব্র্যান্ডের জন্য উপযুক্ত মুখ।"

এই ঘোষণার পাশাপাশি, ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় স্বাদ যেমন 'হট অ্যান্ড স্পাইসি' ও 'টম ইয়াম'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তিনটি নতুন স্বাদ – কিমচি, কোরিয়ান চিকেন ও সিচুয়ান পেপার কর্ন। একইসাথে, চালু হয়েছে নতুন 'ওন-দ্য-গো' (OTG) কাপ নুডলস প্যাক, যা ব্যস্ত ও চলমান জীবনের জন্য এনে দিয়েছে সহজলভ্যতা ও সুবিধা।

আনন্যা পান্ডেকে নিয়ে শুরু হয়েছে এক প্রাণবন্ত কনটেন্ট সিরিজ 'Slurp n Spill', যা একটি র‍্যাপিড-ফায়ার ধাঁচের পডকাস্ট। এখানে আনন্যা তুলে ধরছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসবোধ, খোলামেলা ভাবনা ও স্ন্যাক্সের প্রতি ভালোবাসা।

1. এই ক্যাম্পেইনের মূল লক্ষ্য হল কে-বোম্ব নুডলসকে তুলে ধরা ভারতের তরুণ প্রজন্মের পছন্দের ঝাল, মজাদার ও বোল্ড স্ন্যাক হিসেবে।
2. যুবসমাজের পছন্দ এখন স্পাইসি, ফান আর বোল্ড—এই ক্যাম্পেইন ঠিক সেই মেজাজেই কে-বোম্বকে তাদের ফেভারিট স্ন্যাক হিসেবে হাজির করছে।
3. ক্যাম্পেইনটির মাধ্যমে কে-বোম্ব নুডলসকে তুলে ধরা হয়েছে এমন এক অভিজ্ঞতা হিসেবে, যা শুধুই খাবার নয়, এক্সপ্রেশনও।
4. Gen Z-র স্টাইল, টেস্ট আর টেম্পারমেন্ট—তিনটাকেই মাথায় রেখে কে-বোম্বকে পজিশন করা হয়েছে এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে।

ক্যাম্পেইনের বৈশিষ্ট্য:

● QR-কোড অ্যাক্টিভেশন যা মুম্বই, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর ও কলকাতা সহ প্রধান মেট্রো শহরজুড়ে সরাসরি গ্রাহকদেরকে যুক্ত করছে আকর্ষণীয় ডিজিটাল কনটেন্টের সঙ্গে।

● চমকপ্রদ OOH (আউট অফ হোম) , ইনস্টলেশন যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে অনন্য মাঙ্গা-অনুপ্রাণিত ডিজাইন।

● ডিজিটাল-ফার্স্ট স্ট্র্যাটেজি যার মাধ্যমে ক্যাম্পেইন পৌঁছে যাচ্ছে জনপ্রিয় পপ-কালচার প্ল্যাটফর্ম ও ক্রিয়েটরদের কাছে, যেমন Viral Bhayani, InstantBollywood, এবং আনন্যার নিজস্ব ফ্যান কমিউনিটি।

টু ইয়াম!-এর চিফ মার্কেটিং অফিসার,যোগেশ তিওয়ারি বলেন, "আজকের গ্রাহকরা আর প্রচলিত বিজ্ঞাপন পছন্দ করেন না। তাঁদের সঙ্গে সত্যিকারের সংযোগ স্থাপন করতে হলে, ব্র্যান্ডকে দিতে হয় কিছু মূল্যবান – হাস্যরস, বিনোদন বা অন্তর্দৃষ্টি। সেলিব্রিটি পডকাস্ট সেই তিনটি ক্ষেত্রেই সেরা মাধ্যম।"

এই প্রচারণাটি ডিজিটাল-ফার্স্ট স্ট্রাটেজির মাধ্যমে আরও জোরদার করা হয়েছে, যা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম, বলিউড পাপারাজ্জি পেজ এবং মিম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অনন্যার সক্রিয় ফ্যান সম্প্রদায়ের দ্বারা সমর্থিত। 'Slurp n Spill' এখন দেখা যাচ্ছে টু ইয়াম!-এর অফিসিয়াল ইউটিউব ও সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলগুলোতে। (লিঙ্ক)

এটি কেবল একটি প্রচারণা নয়, বরং একটি কৌশলগত পদক্ষেপ—যেখানে 'টু ইয়াম!' তাদের জায়গা করে নিচ্ছে নুডলস বাজারে এক নির্ভরযোগ্য, স্বাদে ভরপুর ও পরিতৃপ্তিদায়ক খাবার হিসেবে।

টু ইয়াম!-এর চিফ মার্কেটিং অফিসার,যোগেশ তিওয়ারি, বলেন, "K-Bomb এমন এক স্বাদপূর্ণ সমাধান, যা শুধুমাত্র পেট ভরায় না, বরং স্বাদের শক্তিশালী এক বিস্ফোরণ ঘটায়।"

আনন্যা পান্ডেকে সঙ্গে নিয়ে, ব্র্যান্ড শুধুমাত্র দিক পরিবর্তন করছে না – বরং Gen Z প্রজন্মকে কেন্দ্র করে নিজেদের পরিচয় আরও জোরালো করে তুলছে।

মহাসাড়ম্বরে পালিত হল উল্টো রথযাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শনিবার মালদার মানিকচকের মথুরাপুর অঞ্চলে মহাধুমধামে শুরু হল উল্টো রথযাত্রা। রথে চেপে মাসির বাড়ি থেকে নিজগৃহে ফিরলেন প্রভু জগন্নাথ সহ দাদা বলরাম ও বোন সুভদ্রা। সোজা রথের মতো উল্টো রথযাত্রাকেও ঘিরেও মহা ধুমধামের ছবি নজরে আসে। গত কয়েক বছরের মতো

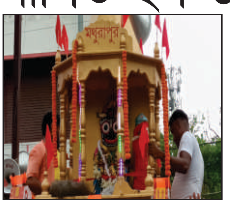

এবারও মথুরাপুর সার্বজনীন রথযাত্রা মহাসাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। নিয়ম মেনে মথুরাপুর ত্রিনয়নী ক্লাব থেকে মথুরাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে পৃথক পৃথক রথে চেপে প্রভু জগন্নাথ, দাদা বলভদ্র ও বোন সুভদ্রা নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই উপলক্ষে অসংখ্য ভক্তের ঢল নামে। সকলেই মোক্ষলাভের আশায় জয় জগন্নাথ বলে রথের রশি ধরে টান দেন। এই উপলক্ষে হরিনামে মুখরিত হয়ে ওঠে মালদা শহরের বিভিন্ন রাজপথ।

(১ম পাতার পর)

তৃণমূলের শহীদ দিবসের আগে রাজ্যে সভা করতে আসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

পালাবদল হবে বলে দাবি বঙ্গ বিজেপির। আবার ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে একুশের জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ নিয়ে জোরকদমে মাঠে নেমেছে তৃণমূল। একুশের জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেই ছাব্বিশের নির্বাচনের সুর বেঁধে দিতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আবহে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তাও তৃণমূলের শহিদ দিবসের তিন দিন আগে। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, তৃণমূল নির্বাচনের সুর বেঁধে দেওয়ার আগেই কি ভোটের দামামা বাজিয়ে যাবেন মোদী? উত্তরবঙ্গের পর এবার দক্ষিণবঙ্গে সভা করবেন মোদী। ছাব্বিশের ভোটযুদ্ধের আগে এই সভা থেকে তিনি কী বলেন, সেদিকে তাকিয়ে সবাই।

(১ম পাতার পর)

বেশ কয়েকটি শর্তে সোমবার থেকে আবার পুনরায় খুলছে কসবা ল কলেজ

খোলা হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নিক কর্তৃপক্ষ এবং পরিচালন সমিতি।বৈঠকে পরিচালন সমিতির একাধিক সদস্য ছিলেন। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় কলেজ খোলার। কিছু শর্তসাপেক্ষে কলেজ সোমবার থেকে খোলা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেওয়া হয়। ফার্স্ট সেমিস্টারের ফর্ম ফিল আপ অনেকের বাকি রয়ে গেছে। সেই প্রক্রিয়াও সোমবার থেকে শুরু হতে পারে। সরকার মনোনীত প্রতিনিধিকে সোমবার সকাল ১০ টায় কলেজে আসতে বলা হয়েছে। কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি অশোক দেবের সঙ্গেও কথা হয়েছে ভাইস প্রিন্সিপালের। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কলেজে যাতে পর্যাপ্ত পুলিসি নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে, সেই মর্মে কসবা থানায় আবেদন জানিয়েছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। ছাত্র-ছাত্রীদের কোন গেট দিয়ে ঢোকা, কোন গেট দিয়ে বেরনো, ইউনিয়ন রুম, গার্ড রুম (সেদিন গার্ড রুমে ছাত্রীকে ঢোকানোর পরই...) ও ওয়াশরুমকে অন্য কাজে ব্যবহার করতে দেওয়া বা না দেওয়া- এইসব নিয়েই আলোচনা চলছে।

শর্তাবলী

১) সোমবার কলেজ চলবে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত।

২) প্রথম সেমিস্টারের ফর্ম ফিলাপ করা যাবে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত।

৩) চতুর্থ, ষষ্ঠ এবং অষ্টম সেমিস্টারের পড়ুয়ারা মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত তাদের প্রজেক্ট পেপার জমা দিতে পারবেন।

৪) এরমধ্যে মঙ্গলবার আসবেন চতুর্থ সেমিস্টারের পড়ুয়ারা। বুধবার আসবেন ষষ্ঠ সেমিস্টারের পড়ুয়া। বৃহস্পতিবার আসবেন অষ্টম সেমিস্টারের পড়ুয়া।

৫) সচিত্র পরিচয় পত্র ছাড়া কাউকে কলেজে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

৬) কলেজে কেন এসেছেন তার কারণ গেটে নিরাপত্তারক্ষী কে জানাতে হবে। বিনা কারণে বা সন্তোষজনক কারণ ছাড়া কলেজে ঢোকা নিষিদ্ধ।

সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের আগের সিকিউরিটি এজেন্সিকে টার্মিনেট করা হয়েছে। আপাতত বরুণ মাহালিকে নিরাপত্তা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে নতুন একটি এজেন্সি থেকে ২ জন নিরাপত্তা রক্ষী নেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

৯ জুলাই ধর্মঘট সফল করতে বামফ্রন্টের পথসভা

পার্থ ঝা,মালদা

বামফ্রন্টের পথসভা।মথুরাপুর থেকে ৯ জুলাই দেশব্যাপী 'চাকা জাম্প' করার হুঁশিয়ারি দিলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা কননিকা ঘোষ।

আগামী ৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বামফ্রন্ট। এই ধর্মঘটকে সফল করতে শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ পথসভার আয়োজন করা হয়।মালদার মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর সিপিআইএম পার্টি অফিসের সামনে বামফ্রন্টের নেতাকর্মীদের নিয়ে পথসভা হয়। পথসভা থেকে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ শানালেন সিপিআইএমের নেতা-নেত্রীরা। এই পথসভা থেকে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্ম ভোট পালন করার আহ্বান জানালেন সিপিআই নেতাকর্মীসহ জনসাধারণকে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা কননিকা ঘোষ, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির মালদা জেলা সম্পাদিকা রুনু কুন্ডু, রত্না চট্টোপাধ্যায় সহ সিপিআইএমের নেতাকর্মীরা।

উলটোরথে দিঘায় লোকারণ্য, আঁটসাঁট নিরাপত্তায় মুড়েছে সৈকতনগরী

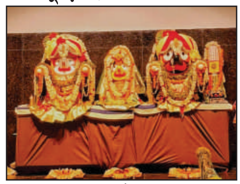

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আজ উলটোরথ। মাসির বাড়ি থেকে মন্দিরে ফিরবেন জগন্নাথদেব, বলরাম, সুভদ্রা। প্রভুর ফিরতি যাত্রার সমস্তরকম আয়োজন শেষ করে ফেলেছেন দিঘা জগন্নাথ মন্দির ট্রাষ্ট কমিটি ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। ভিড় জমতে শুরু করেছে শহরে। আঁটসাঁট নিরাপত্তা সৈকতনগরীজুড়ে। পর্যটকদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্মীরা সকাল থেকেই মোতায়েন থাকছেন।এমনিতেই শনি ও রবিবার দিঘায় পর্যটকের ভিড় জমে। তার উপর উলটো রথ শনিবার। তার জের রথযাত্রার থেকেও উলটো রথে আরও বেশি ভিড় হতে পারে অনুমান পুলিশের। শুক্রবার বিকেল থেকেই পর্যটকদের ভিড় জমতে শুরু করেছে সমুদ্রপাড়ে। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ হোটেল হাউসফুল হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী দিঘায় এসে পৌঁছেছেন। বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু,অর্থ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিষ চক্রবর্তী দিঘায় পৌঁছেছেন। সৈকতপাড়ের দায়িত্বে থাকা ডিএসপি ডি এন্ড টি আবুনূর হোসেন বলেন, উলটো রথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বাঁশের

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

নিরাপত্তার জন্য শুধুমাত্র ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস) দ্বারা প্রত্যয়িত হেলমেট ব্যবহার করার জন্য গ্রাহকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে কেন্দ্র

ভারত সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ এবং ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস) দেশজুড়ে গ্রাহকদের কাছে কেবল বিআইএস প্রত্যয়িত হেলমেট ব্যবহার করার জন্য আবেদন জানিয়েছে। এছাড়া বিআইএস সার্টিফিকেশন ছাড়া হেলমেট তৈরি বা বিক্রির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।

ভারতের রাস্তায় ২১ কোটিরও বেশি দ্বি-চক্র যান চলাচলের কারণে, যাত্রীদের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৮ সালের মোটর যানবাহন আইন অনুসারে হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক হলেও, এর কার্যকারিতা হেলমেটের মানের উপর নির্ভর করে। নিম্নমানের হেলমেট সুরক্ষার সঙ্গে আপস করে এবং এর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য, ২০২১ সাল থেকে হেলমেটের মান নিয়ন্ত্রণ আদেশ কার্যকর করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সমস্ত দ্বি-চক্র যানের চালকের জন্য বিআইএস মান (IS 4151:2015) অনুসারে আইএসআই -চিহ্নিত হেলমেট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২০২৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত, সমগ্র ভারতে ১৭৬টি প্রস্তুতকারকের কাছে সুরক্ষামূলক হেলমেটের জন্য বৈধ বি আই এস লাইসেন্স রয়েছে। বিভাগটি লক্ষ্য করেছে যে রাস্তার ধারে বিক্রি হওয়া অনেক হেলমেটের বাধ্যতামূলক বি আই এস শংসাপত্র নেই। এর ফলে গ্রাহকদের জন্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং সড়ক দুর্ঘটনায় অসংখ্য মৃত্যুর কারণ তৈরি হয়। এই সমস্যাটি মোকাবিলা করার জরুরি প্রয়োজন।

গ্রাহকদের সুবিধার্থে, বিআইএস কেয়ার অ্যাপ এবং বিআইএস পোর্টালে একটি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর সাহায্যে হেলমেট প্রস্তুতকারক সংস্থা লাইসেন্সপ্রাপ্ত কিনা তা পরীক্ষা করা যায় এবং ব্যবহারকারীদের বিআইএস কেয়ার অ্যাপে অভিযোগ দায়ের করার সুযোগও দেওয়া হয়।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চদশ পর্ব)

দেহী নমোহস্ততে।।
ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানভ্যঃ এব চ
এষ সচন্দন পুষ্প বিল্বপত্রাঞ্জলি ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।।

জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী মায়ের পূজাতে ফাঁকি না দিয়ে আমরা সবাই সঠিকভাবে তার পূজা করি। তার পূজার শিক্ষায় আমরা সর্বদা সবাই শুদ্ধ জ্ঞানচর্চায় যেন রত থাকি এবং প্রার্থনা করি-

ওঁ অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যুর্মা অমৃতংগময়
আবিরাবির্ম এধি।
অর্থাৎ- হে ঈশ্বর, আমাকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

উলটোরথে দিঘায় লোকারণ্য, আঁটসাঁট নিরাপত্তায় মুড়েছে সৈকতনগরী

ব্যারিকেডের ওপাশে দর্শনার্থীরা থাকবেন। সিসি ক্যামেরা, ড্রোনে নজরদারি চলবে। জরুরি কোনও সমস্যা হলে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থাও থাকছে।শনিবার দুপুরে মহাপ্রভুকে রাজভোগ দেওয়ার পর, ২টো নাগাদ মাসির বাড়ি থেকে রথের রশিতে টান পড়বে। প্রথা মেনে সব নিয়ম মানা হবে। দিঘা মূল মন্দিরে পৌঁছনর পর নিয়ম মেনে তিনদিন রথেই থাকবেন তিন-ভাই বোন। সেখানে পুজোপাঠ হবে। রথযাত্রার মতই উলটো রথেও সৈকতশহরে থাকছে আটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা। মাসির বাড়ি থেকে জগন্নাথ মন্দির পর্যন্ত সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে এলাকা। ড্রোনের সাহায্যেও চলবে নজরদারি। তাছাড়া ওয়াচটাওয়ার থেকেও নজরদারি চালানো হবে। পর্যটকদের যাতে কোন সমস্যা না হয় তারজন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা সকাল থেকেই মোতায়েন থাকছেন। হেলিপ্যাড ময়দানে থাকছে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বর্ধমান থেকে প্রাপ্ত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মিউজিয়ামে রক্ষিত দন্তুরা মূর্তি দ্রষ্টব্য।
আমাদের সভ্যতা আক্রান্ত হলে আমাদের মাতৃকারা যোদ্ধারূপ ধারণ করবেন সেটাই স্বাভাবিক।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হিমালয়ের ঋষি মুনিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত সমর্পণ ধ্যান

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শ্রী শিবকৃপানন্দজী বলেন ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতা এক নয়। ধর্ম আমরা জন্ম সূত্রে পেয়ে থাকি। যে পরিবারে আমাদের জন্ম হয় সেই পরিবারের ধর্ম ই আমাদের ধর্ম বলে গণ্য হয়, যদিনা আমরা স্বেছায় ধর্ম পরিবর্তন করি। সাধারন ভাবে আমরা ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতাকে অভিন্ন বলে ভাবি। কিন্তু গোড়ার কথা হল একজন ধার্মিক মানুষ আধ্যাত্মিক মানুষ হতে পারেন কিন্তু একজন আধ্যাত্মিক মানুষ ধার্মিক মানুষ হতে পারেন না। তিনি বলেন একজন ধার্মিক মানুষের অবস্থা হল একটা নদীর মত। নদীর একটা অস্তিত্ব আছে, তার একটা নাম আছে, সেই ধার্মিক মানুষটিরও একটা অস্তিত্ব আছে, নাম আছে। অথচ একজন আধ্যাত্মিক মানুষ হলেন এমন একটি সাগর যেখানে অনেক নদী এসে মেশে। তাই মনে রাখতে হবে নদী গিয়ে সাগরে মেশে কিন্তু সাগর কখনও নদীতে গিয়ে মেশে না। আমরা যদি ধর্মের কথাই বলি তাহলে একটাই ধর্ম রয়েছে, সেটা 'মানুষের ধর্ম'। আমরা যেগুলোকে ধর্ম বলি সেগুলো সবই উপাসনা পদ্ধতি। তাই এই বিশ্বে ধর্ম বলে যা রয়েছে সবই নানা রকমের উপাসনা পদ্ধতি। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা হল একটা গন্তব্যের লক্ষ্য আর ধর্ম হল সেখানে পৌঁছানোর সিঁড়ি। আমরা সবাই কোনও না কোনও সিঁড়িতে জন্ম গ্রহন করেছি কিন্তু সেখানে বসে থাকাটা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। একে অতিক্রম করে যাওয়া আমাদের জীবনের উদ্দশ্য।

হিমালয়ে বসে গুরুরা গত ৮০০ বছর ধরে এই ধর্মগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে প্রত্যেকটি ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে মানবিকতার উন্মেষ ঘটানো। প্রত্যেকটা ধর্মই শিক্ষা দেয় ভালো কাজ কর, খারাপ কাজ করো না। প্রত্যেকটা ধর্মই কর্মের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এর মধ্যে পরমাত্মা কোথায়? মোক্ষ কোথায়? এমন কি আপনি ভালো কাজ করলেও তার ফল ভোগ করবার জন্য আবার জন্ম নিতে হবে। খারাপ কাজ করলেও আপনাকে ফল ভোগ করতে আবার জন্ম নিতে হবে। একমাত্র আধ্যাত্মিকতাই হল এক মাত্র পথ যার মাধ্যমে মানুষ মুক্তি পেতে পারে। যিনি আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছে গেছেন তিনি কখনো সিঁড়ির কথা বলবেন না। যদি কোন মানুষ কোন বিশেষ ধর্মের কথা বলেন তাহলে বুঝতে হবে তিনি এখনও সিঁড়িতে বসে আছেন গন্তব্যে পৌঁছোতে পারেন নি। আজকের দিনে আমরা দেখতে পাই সমস্ত অশান্তির মূলেই রয়েছে নানা ধরনের উপাসনা পদ্ধতি অনুসরণকারীদের মধ্যে বিভেদ এবং এই অশান্তি মানবতাকে হত্যা করছে। তাই ধর্মকে সিঁড়ি বানিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিকতায় পৌঁছাতে হবে।

প্রত্যেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান খুঁজছে, প্রত্যেকে শান্তি চায়, কিন্তু তার রাস্তাটা কী! এর একমাত্র রাস্তা হল ধ্যান, একমাত্র রাস্তা হল যোগ। স্বামীজীকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আমরা শান্তি কোথায় পাবো, কোথায় তাকে খুঁজবো? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ,যা বাইরে কোথাও নেই তাকে কোথায় খুঁজবেন? পরমাত্মা আর শান্তি হল একই মুদ্রার দুই পীঠ। যিনি পরমাত্মা কে লাভ করেছেন তিনি সহজেই শান্তির অধিকারী হন। পরমাত্মা হলেন জীবনের পূর্ণ সন্তুষ্টি লাভ যা পেলে জীবনে আর কিছুই পাওয়ার থাকে না। কিন্তু সেই পরমাত্মা আমাদের বাইরে নেই, আমাদেরই ভিতরেই বসে আছেন। কিন্তু তাঁকে দেখবার জন্য আমাদের একটা আয়না দরকার হয়। যতক্ষণ না গুরুরূপী আয়না আমাদের জীবনে প্রবেশ করছেন আমরা অন্তর্মুখী হতে পারি না। গুরু একা আমাদের কাছে আসেন না তিনি সংগে নিয়ে আসেন 'গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের' অনুভূতি। এই অন্তর্মুখী যাত্রা কে সাধারণ ভাষায় সাধনাও বলা হয়। এই সাধনা আমাদের শরীর, মন, বুদ্ধি, তিনটে নাড়ি,সাতটা চক্র এবং আত্মাকে নিয়ে এক দীর্ঘ পরিক্রমা যা আমাদের শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নিত করে। এ সবই অর্জন করা যায় ধ্যানের মাধ্যমে। কিন্তু এই ধ্যান শিখতে হয় একজন সমর্থ ও অধিকৃত গুরুর তত্ত্বাবধানে। এর মধ্যে একটা ফাঁদ আছে, আমরা সহজেই সেখানে পা দিয়ে ফেলি। গুরুকে যদি আমারই মত একজন সাধারণ মানুষ ভাবি তাহলে তাঁর বলা কথা গুলো সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে পারবো না। মনে রাখতে হবে তাঁর বলা প্রত্যেকটা কথার মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ দিনের সাধনা লব্ধ অনুভূতি। যা শুনতে পাচ্ছি তার আড়ালে যে চৈতন্যের স্রোত বয়ে চলেছে তাকে যদি অনুভব করতে পারি তবে আমরা আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নিত হবো।

স্বামী শ্রী শিবকৃপানন্দজী এরকমই একজন আধ্যাত্মিক সদ্গুরু। হিমালয়ের গভীর অরণ্যে দীর্ঘ ষোল বছরের তপস্যার শেষে তিনি সমাজে ফিরে আসেন এবং গত পঁচিশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সমর্পণ ধ্যানের প্রচার ও প্রসার করেই চলেছেন। পৃথিবীর ৭২টা দেশে সাধকেরা এখন নিয়মিত সমর্পণ ধ্যান করেন। ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় আটটি আশ্রম তৈরী হয়ে গিয়েছে। মনে রাখতে হবে সমর্পণ ধ্যান নিঃশুল্ক। গুজরাটের নওসারী গ্রামে ২০০৪ সালে স্বামীজী পর পর আট দিন ধরে সমর্পণ ধ্যান সাধনা কি, সাধকেরা কেমন ভাবে সাধনা করবেন, এই পথে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, ইত্যাদি নানা বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। পরবর্তী সংখ্যায় সেই আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হবে। **ক্রমশঃ**

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সন্ধ্যা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

চিন-পাকিস্তান আঁতাত নিয়ে বড় দাবি ভারতীয় সেনাকর্তার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চাণক্য লিখে গিয়েছিলেন, 'যে প্রস্তুত, সে তার নিয়তি নিজেই লিখে থাকে।' ভারত কি তা পারছে? ওয়াকিবহাল মহল বলছে, হ্যাঁ পারছে। তাই চিন যে পিছন থেকে ছুরির মারা চেষ্টা করছে, তা আগেই ধরে ফেলেছে নয়াদিল্লি।সাম্প্রতিককালে বহুবার অরুণাচল হাতাতে চক্রান্ত চালিয়েছে লাল ফৌজের সেনা। হামলা চালিয়েছে গালওয়ানে। কিন্তু লাভের লাভ তুলতে পারেনি তারা। তাই এবার ঘুরপথেই ভারতের বিরুদ্ধে আসরে নেমেছে শি জিনপিংয়ের সরকার।শুক্রবার দেশের ডেপুটি চিফ অব আর্মি স্টাফ রাহুল সিং বলেন, 'অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানকে ভারতীয় সেনার অবস্থান সম্পর্কে লাইভ ইনপুট

বা গোপন তথ্য প্রদান করেছিল চিন।' নয়াদিল্লিতে FICCI দ্বারা আয়োজিত 'নিউ এজ্জ মিলিটারি টেকনোলজি' অনুষ্ঠানেই এই অভিযোগ তোলেন সেনাকর্তা।পাশাপাশি, তাঁর আরও দাবি, 'সম্মুখ সমরে পাকিস্তানকে সমস্ত রকম ভাবে সাহায্য করেছিল চিন। এমনকি, এই সময়কালে ভারতকে পরাস্ত করতে তুরস্কও সব সেনা সরঞ্জাম পাঠানোর দায়িত্ব নিয়েছিল। ভারত আসলে একটি নয়, একেবারে তিনটি দেশকে সংঘাতে ঠেকনা দিচ্ছিল।' যখন ভারতের প্রত্যাঘাতে চোখের সামনে জুজু দেখছে পাকিস্তান। সেই সময় তাদের সেনা DGMO সরাসরি ভারতের DGMO-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। সংঘাত থামানোর বার্তা দিয়েছিল। এদিন ডেপুটি চিফ জানিয়েছেন, 'দুই দেশের DGMO-দের মধ্যে যখন বিরতি নিয়ে আলোচনা চলছে, তখন পাকিস্তানের তরফে বলা হয়, আমরা জানি ভারতের কোন সেনা, কোন আর্টিলারি কোথায় মোতায়েন রয়েছে। আপনারা সেটিকে সরিয়ে নিন।'

কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে কেন এত মাখামাখি চিনের? ইসলামাবাদের থেকে কোনও লাভটাই বা খুঁজছে তারা? ওয়াকিবহাল মহল বলছে, গোটা চক্রান্তের নেপথ্যে চিনকে 'উৎসাহ' জোগাচ্ছে চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর। যার মাধ্যমে পাক অধ্যুষিত কাশ্মীর থেকে একেবারে করাচি বন্দর পর্যন্ত শিল্পাঞ্চল তৈরি করছে চিন। নিজেদের আর্থিক ফায়দায় ব্যবহার করছে পাকিস্তানের জমি। আর সাহায্য করছেভারতেরঅস্থিরতাছড়াতে।

কলকাতার যুব উদ্যমী শ্রীকুমার তোশনিওয়ালকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এ মিলল ভারত গৌরব সম্মান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা : সংস্কৃতি যুব সংস্থা দ্বারা আয়োজিত লণ্ডনের ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কলকাতার যুব উদ্যমী, ভিক্টোরিয়া জুট মিলের কর্ণধার এবং পুষ্করনারায়ণ তোশনীওয়াল চৈরিটেবল ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীকুমার তোশনীওয়াল কে ভারত গৌরব সম্মান দেওয়া হলো। দেশ দুনিয়ার মোট ২৫ জন কে এই সম্মান দেওয়া হলো যার মধ্যে প্রখ্যাত গীতকার জাভেদ আখতার, বেদান্ত গ্রুপের কিরণ আগরওয়াল, হৃদয় রোগ বিষেশজ্ঞ প্রফেসর ডা তেজস পটেল প্রমুখ। লণ্ডনের এই ভব্য অনুষ্ঠানে শ্রীকুমার তোশনিওয়াল আর ওনার স্ত্রী সুনিতা তোশনীওয়াল এই ভারত গৌরব সম্মান ওনার মাতা, ভাই আর পুরো ভিক্টোরিয়া পরিবার কে সমর্পিত করে বললেন এই সম্মান আমাদের সংস্কার, সমাজের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার প্রতিফলন।

বিহারে ভোটের আগে বিজেপির নেতা খুন!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের বিহারে ভোটের আগেই খুন হয়ে গেলেন এক বিজেপির নেতা। জানা গেছে, বিজেপি নেতা গোপাল খেমকাকে তাঁর পাটনার বাড়ির সামনে শুক্রবার (৪ জুলাই) রাতে গুলি করা হয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। আততায়ীকে এখনও ধরতে পারেনি পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে আততায়ীকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিশ। গোপাল খেমকা পেশায় ছিলেন ব্যবসায়ী। পাশাপাশি বিজেপি নেতা হিসেবে ও এলাকায় পরিচিত ছিলেন। পাটনার গান্ধী ময়দান থানা এলাকায় পানাচে হোটেলের কাছে "টুইন টাওয়ার" সোসাইটিতে থাকতেন গোপাল। শুক্রবার (৪ জুলাই) রাতে অন্যান্য দিনের মতোই কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। অভিযোগ, যখন বাড়ির খুব কাছে তিনি, সেই সময়ে তাঁকে গুলি করা হয়। গুলি করেই আততায়ী পালিয়ে যায়। লুটিয়ে পড়েন গোপাল। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলেই গোপালের মৃত্যু হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পুলিশ এই ঘটনার পর এলাকা ঘিরে রেখেছে। তদন্ত চলছে। আততায়ীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ। উল্লেখ্য, কয়েকবছর আগে গোপালের পুত্র গুঞ্জন খেমকাকে ও খুন করা হয়েছিল। আর এবার ভোটের আগে খুন হতে হল গোপালকে। শনিবার (৫ জুলাই) সকালে গোপালের বাড়িতে যান স্থানীয় বিজেপি নেতা রাম কৃপাল যাদব। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন এলাকার নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব ওরফে রাজেশ রঞ্জন ও। আর বিরোধীরা নীতীশ কুমারের সরকারকে তুলোধনা করছেন।

সিনেমার খবর

সৌরভের চরিত্রে অভিনয় প্রসঙ্গে রাজকুমার বললেন 'খুব নার্ভাস লাগছে'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি। তার বর্ণময় জীবন নিয়ে নির্মিত হতে যাচ্ছে সিনেমা। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দর্শকের উত্তেজনা তুঙ্গে। 'মহারাজ'-এর চরিত্রে কাকে দেখা যাবে তা নিয়েও বিস্তর আলোচনার শেষে ছিল না। অবশেষে জানা গেছে, সৌরভের চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেতা রাজকুমার রাওকে। এই অভিনেতা ভীষণ পছন্দ সৌরভের।

কলকাতা বাংলার 'দাদা'র ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে খুশি অভিনেতাও। তবে পর্দায় 'মহারাজ'-এর চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে খানিক নার্ভাস রাজকুমার।

সম্প্রতি সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে সৌরভের চরিত্রে অভিনয়ের বিষয়টি কনফার্ম করেছেন অভিনেতা। রাজকুমার বলেন, 'আমি আসলে সত্যিই খুব নার্ভাস। এটা একটা গুরুদায়িত্ব বলা চলে। তবে হ্যাঁ, আমি কাজটার ব্যাপারে খুবই আশাবাদী। সবাই এই বায়োপিক দেখার জন্য মুখিয়ে। এত বড় মাপের একজন মানুষের চরিত্রের জন্য আমায় ভাবা হয়েছে যে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে।'

জানা গেছে, সৌরভের চরিত্রের জন্য বাংলা ভাষা শেখার প্রতি জোর দিয়েছেন। স্ত্রী পত্রলেখার কাছ থেকে বেশ কিছুদিন ধরেই বাংলা উচ্চারণ রপ্ত করার চেষ্টা করেছেন তিনি। একইসঙ্গে সৌরভের ক্রিকেট জীবন থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে পড়াশোনাও করছেন অভিনেতা। 'মহারাজ'কে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং-সহ বেশ কিছু বিষয়েও প্রশিক্ষণ নিতে হবে তাকে। সব মিলিয়ে খানিক দুশ্চিন্তায় রাজকুমার।

সৌরভের চরিত্রে নিজেকে ফুটিয়ে তোলার জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, সে কথা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন অভিনেতা। তবে গোটা জার্নিটা ভীষণভাবে উপভোগ করবেন বলেও আশাবাদী রাজকুমার রাও। মুক্তির তারিখ ঠিক না হলেও সৌরভ ও রাজকুমার দুই তারকার ভক্তরাই মুখিয়ে সিনেমাটি দেখার জন্য।

এটি পরিচালনা করবেন বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানি। প্রযোজনা করছেন লাভ রঞ্জন।

প্রাক্তন স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার পেলেন না কারিশমা কন্যা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী কারিশমা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী ও ব্যবসায়ী সঞ্জয় কাপুরের মৃত্যুর পর তার বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকার নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়। সঞ্জয়ের মৃত্যুর সময় তার দুই ছেলে ছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক, আর বড় মেয়ে সামাইরা (কারিশমা কন্যা) ছিলেন একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক উত্তরাধিকারী। ধারণা করা হচ্ছিল, হয়তো তিনিই সামলাবেন সঞ্জয়ের হাজার কোটির ব্যবসা।

তবে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। ভারতীয় গণমাধ্যমের তথ্যমতে, সঞ্জয়ের কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ গত ২২ জুন স্মরণসভা শেষে কোম্পানির নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করেছে জেফরি মার্ক ওভারলিকে। পাশাপাশি, সঞ্জয়ের বর্তমান স্ত্রী প্রিয়া সচদেব কাপুরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে।

প্রিয়া সচদেব পরামর্শদাতা হিসেবে কোম্পানির নীতি ও কৌশল নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারবেন, তবে দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনায় তার সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে না।

সঞ্জয়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর ব্যবসার দায়িত্বভার নিয়ে চলছিল নানা আলোচনা। কোম্পানির প্রধান নির্বাহী বিবেক বিক্রম সিংহ ইতোমধ্যেই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। কোম্পানির নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনে পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের ফলে সামাইরার ব্যবসায়িক অংশগ্রহণের সম্ভাবনা আপাতত পিছিয়ে গেছে বলে জল্পনা বেড়েছে।

হার্দিকের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনে মুখ খুললেন বলিউড অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী এশা গুপ্তা সম্প্রতি ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে চলা গুঞ্জনের জবাব দিলেন। দীর্ঘদিন ধরে চর্চায় থাকা এই প্রেমের গুঞ্জনের বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রাখলেন তিনি।

সিদ্ধার্থ কান্নানের ইউটিউব চ্যানেলে এক সাক্ষাৎকারে এশা জানান, একসময় হার্দিকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল ঠিকই, তবে তা কখনোই কোনও গাঢ় সম্পর্কের রূপ নেয়নি। তাঁর কথায়, "হ্যাঁ, আমরা কিছু সময়ের জন্য একে অপরের সঙ্গে কথা বলতাম। আমি বলব না আমরা ডেট করছিলাম, কিন্তু হ্যাঁ, কয়েক মাস কথা হয়েছিল। এটা প্রেম ছিল না, তবে সম্ভাবনা হয়তো ছিল। তবে সময় আর পরিস্থিতি সবসময় একরকম থাকে না।"

এশা আরও বলেন, তাঁদের মধ্যে কোনও তিক্ততা তৈরি হয়নি। কথাবার্তা বন্ধ হলেও তা বন্ধুত্বে ছায়া ফেলেনি। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০১৯ সালে 'কফি উইথ করণ' অনুষ্ঠানে হার্দিক পান্ডিয়ার বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে যখন সমালোচনা চলছিল, তখন এশা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম, যিনি প্রকাশ্যে সেই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন।

কাজের দিক থেকে এশা গুপ্তাকে শেষ দেখা গিয়েছে 'ওয়ান ডে: জাস্টিস ডেলিভারড' ছবিতে ডিসিপি লক্ষ্মী রাঠির ভূমিকায়। তাঁর 'হেরাফেরি ৩'-তে কাজ করার সম্ভাবনা থাকলেও এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি।

ব্যক্তিগত জীবনে বর্তমানে এশা স্পেনে বসবাসকারী ম্যানুয়েল ক্যাম্পোস গুয়ালারের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন বলে উইকিপিডিয়া সূত্রে জানা গেছে। তাঁদের একসঙ্গে ২০২৩ সালের আইফা অ্যাওয়ার্ড-সহ একাধিক অনুষ্ঠানে দেখা গেছে।

অন্যদিকে, হার্দিক পান্ডিয়ার ব্যক্তিগত জীবনেও এসেছে বড় পরিবর্তন। নাতাশা স্ট্যানকোভিচের সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। তবে তাঁদের ছেলে অগস্ত্যকে দু'জনে মিলেই বড় করছেন বলে জানানো হয়েছে এক যৌথ বিবৃতিতে।

সান্তোসে নতুন চুক্তি নেইমারের, জানালেন কারণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্রাজিলের ক্লাব সান্তোসের সঙ্গে নতুন চুক্তি করেছেন নেইমার জুনিয়র। চলতি বছরের শেষ পর্যন্ত ব্রাজিলের ক্লাবে খেলবেন তিনি। যার অর্থ ছয় মাসের নতুন চুক্তি করেছেন ব্রাজিলিয়ানদের মধ্যে দেশের জার্সিতে সর্বাধিক গোল করা এই তারকা।

আল হিলালের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে গত জানুয়ারিতে শৈশবের ক্লাব সান্তোসের সঙ্গে ছয় মাসের চুক্তি করেছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার জুনিয়র। ৩০ জুন ওই চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। নেইমার এরপর কোথায় খেলবেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল।

নেইমারের বাবা জানিয়েছিলেন, নেইমারকে ইউরোপের বেশ কিছু ক্লাব দলে নিতে চায়। এর মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলবে এমন দলও আছে। একটি ক্লাবের সঙ্গে আলোচনা করতে নেইমারের বাবা মায়ামিও গিয়েছিলেন। এছাড়া তুর্কি ক্লাব গালাতাসারায়ের

নেইমারে আগ্রহের কথা সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছিল। হোসে মরিনহো তাকে দলে নিতে চেয়েছিলেন।

ওসব গুঞ্জন মাটি চাপা দিয়ে 'শৈশবের ও প্রাণের ক্লাব' সান্তোসে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার। নতুন চুক্তি করার কারণ হিসেবে সাবেক বার্সা ও পিএসজি তারকা বলেছেন, তিনি সান্তোসে আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন।

নেইমার নতুন চুক্তির পেছনের উৎসাহ সম্পর্কে বলেন, 'হৃদয়ের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সান্তোস আমার কাছে কেবল একটা ক্লাব নয়, এটি আমার ঘর, আমার শিকড়, আমার ইতিহাস এবং আমার জীবন। এখানে এক বালক হিসেবে এসেছিলাম, তারা আমাকে মানুষ বানিয়েছে, প্রকৃত ভালোবাসা দিয়েছে। নিজেকে এখানে খুঁজে পাই, সত্যিই আনন্দে থাকি।

এখানে থেকেই আমি আমার জীবনের না পাওয়া স্বপ্ন পূরণ করতে চাই। আমাকে কেউ থামাতে পারবে না। আমি খেলবো, ফিরে আসবো এবং থেকে যাবো। এখানে আমার সবটা শুরু হয়েছিল এবং এখানে আমার কোনকিছুই কোনদিন শেষ হবে না।'

আল হিলাল থেকে নেইমার সান্তোসে ফিরেছেন সময় নিয়ে ফিট হয়ে নিয়মিত ম্যাচ খেলার জন্য। যাতে তিনি ব্রাজিলের ২০২৬ বিশ্বকাপের দলে ডাক পান। নেইমারের উদ্দেশ্য আপাতত ফিট থাকা, সান্তোসের জার্সিতে নিয়মিত ম্যাচ খেলা, ছন্দ ফিরে পাওয়া এবং আগামী বিশ্বকাপে কার্লো আনচেলত্তির দলে জায়গা পাওয়া।

'ধারণা' যাই হোক না কেন, 'পরিসংখ্যান' বলছে সিরাজ শুধুই বুমরাহর ছায়ায় মুখ লুকোতে আসেননি!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভাল, খুব ভাল বল করেও বিনা উইকেটে সাজঘরে ফেরা কতটা কষ্টের? বদলে খারাপ, অতি খারাপ ডেলিভারির পরেও যদি ঝুলিতে খানকতক উইকেট আসে, সেটা কি তৃপ্তি দেয় না?

বছরের পর বছর ধরে এই দুটো প্রশ্ন তাড়া করে বেরিয়েছে মহম্মদ সিরাজকে। অনুরাগীদের মনে পড়বে ২০২০ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরের কথা। ডিসেম্বরের শহর মেলবোর্নে টেস্টে অভিষেক হয় সিরাজের। দিনকয়েক আগেই বাবার মৃত্যুর খবর পান। কিন্তু বিশ্বজুড়ে তখন কোভিড, লকডাউন। একবার দেশে ফিরলে ফের বিমান ধরে অস্ট্রেলিয়ায় দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন না। এটা জেনে মহম্মদ সিরাজ বাবাকে শেষবার না দেখেই চিরবিদায় জানাতে বাধ্য হন।

এরপর বারবার খবরের শিরোনামে। কখনও উইকেট পেয়ে, কখনও উইকেট না পেয়ে। তিনি ভাল বল করলেও বিস্তর রান দেন—এমন অভিযোগ আকছার শুনতে হয়েছে। অথচ ইতিহাস কিংবা পরিসংখ্যান কিন্তু এতে সায় দিচ্ছে না! ৩৮ টেস্টে নেমে গড় ৩০-এর একটু বেশি। স্ট্রাইক রেটও মন্দ নয়—৫২.৪! মহম্মদ সামির ইংল্যান্ডে না যাওয়া নিয়ে এত হইচই। অথচ গড় ২৭.৭। স্ট্রাইক রেট ৫০.৩।

খুব বেশি হেরফের আছে কি? উত্তর: না। অথচ তারপরেও সাধারণ জনতা এমনকী বিশেষজ্ঞদের একাংশেরও দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাচ্ছে না। হয়তো সে কারণেই ইংল্যান্ড সফরে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং বিভাগকে 'ওয়ান ম্যান আর্মি' বলে দেগে দেওয়া হয়েছে।

এটা ঠিক যে জসপ্রীত বুমরাহ অন্য স্তরের বোলার। তিনি একই অঙ্গে অনেক গুণের সমাহার। প্রতিপক্ষকে চেপে-বেঁধে নাভিশ্বাস তুলে উইকেট তোলা হোক, চায় গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জুটি ভাঙা—সমস্ত প্রয়োজনে সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তা বলে সিরাজের অবদানকেও অস্বীকার করার মানে হয় না! গত বছর থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত প্যাট কামিন্স, বুমরাহ ও স্কট বোলান্ড ছাড়া আর কেউ মহম্মদ সিরাজের চাইতে বেশি ওভার বল করেননি। দ্রুত উইকেট শিকারের লিস্টেও এই তিনজন পেসারই সিরাজের আগে। তিনি মাইকেল স্টার্কের চেয়েও এগিয়ে, বোলান্ডের চাইতে মাত্র একটি উইকেট পিছিয়ে।

অনেকে সামনে টেনেছেন ধারাবাহিকতার প্রশ্ন। এই বিষয়ে অবশ্যই উন্নতি করতে হবে বুমরাহকে। শেষবার ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন গত বছর জানুয়ারিতে। প্রতিপক্ষ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। নিউল্যান্ডসের মাটিতে প্রোটিয়াদের একা হাতে সাফ করেছিলেন সিরাজ। তুলেছিলেন ছ'উইকেট। মাত্র ৫৫ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। টিম ইন্ডিয়াও হাসতে হাসতে ম্যাচ জেতে।

এজবাস্টনে ছ'উইকেট তুলে পুরনো স্মৃতি উস্কে দিয়েছেন সিরাজ। এবারও কি একইভাবে হেসেখেলে ম্যাচ জিতবে ভারত? জবাবে 'হ্যাঁ'-ই শুনতে চাইবেন সমর্থকরা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR